মিলনসাগর
www.milansagar.com

# বটুকদা ও করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ

## ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র দিল্লীতে এই করোলবাগে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন। রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ও পরিচয় ছিল। তবে একথা বললে ভুল হবে না করোলবাগের সকলের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ও প্রাণের টান ছিল। শিশু, তরুণ, প্রবীণ— সকলের কাছে তিনি ছিলেন 'বটুক দা'।

করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের প্রতিষ্ঠা আজ হতে ৫০ বছর আগে— ১৯৫৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে। নাট্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও সমাজ সেবা ক্ষেত্রে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ কয়েক বছরের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। বর্তমানে সংসদ রাজধানীর অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে বটুকদা ও বিনয় দা (শ্রী বিনয় রায়)-র দান অপরিসীম। ১৯৬১ সালে বহু ধুমধামের সঙ্গে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদে রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী', 'চণ্ডালিকা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হয়। 'তোতাকাহিনী' রাজধানীতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে এবং আই. পি. টি. এ. আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এবং মিণ্টো রোড ও করোলবাগের দুর্গা পূজায় পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীকালে সংসদের উদ্যোগে বহু নৃত্যনাট্য ও নাটক সর্বশ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, পল্টু গুপ্ত, প্রতাপ সেন প্রভৃতির পরিচালনায় খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'সংক্রান্তি', 'ছারপোকা', 'লম্বকর্ণ', 'শান্তি', 'ক্ষুধা'। 'লম্বকর্ণ' ও 'কবয়ঃ' দিল্লীতে বেশ কয়েকবার এবং কোলকাতার ফাইন আর্টস্ একাদেমী হলে দুইদিন মঞ্চস্থ হয়। কলকাতায় বহু গুণী ও বিদগ্ধজন 'লম্বকর্ণ' প্রযোজনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিহার ও বাঙলার খরাগ্রস্ত বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ রাজধানীতে সর্বপ্রথম বাড়ী-বাড়ী ও পথসংগ্রহ অভিযানে বের হয়। ১৯৬৬ সালের সেই দিনে ছিলেন অধ্যাপক হীরেণ মুখার্জী, এম. পি. শ্রী এ. কে. গোপালন, এম. পি. শ্রী যোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী, এম. পি. ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ, এম. পি. প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। মোট চার হাজারের ওপর টাকা ও কয়েক হাজার নতুন ও পুরোনো কাপড় চোপড় প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। মনে পড়ে সে সময় পথসংগ্রহ অভিযানে বটুকদা হারমোনিয়াম নিয়ে উদাত্ত গলায় গেয়ে চলেছেন। শুধু তাই নয়, সংগৃহীত অর্থ, বস্ত্র, ঔষধপত্র ও খাদ্যদ্রব্য খরাগ্রস্ত লোকদের হাতে তুলে দেবার জন্য বটুকদা ও বিনয়দা বিহারের সেই দুর্দশাগ্রস্ত এলাকায় চলে গিয়েছিলেন। এমনি ছিল তাঁর মানবিকতাবোধ ও জনদরদী প্রাণ। ঠিক তার পরের বছরেই ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গ ও বিহারের বন্যায় দুর্গত মানুষের জন্য অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য দিল্লীতে সর্বপ্রথম করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ বাড়ী-বাড়ী ও পথসংগ্রহ অভিযান আয়োজন করে। এই অর্থসংগ্রহ অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, শ্রীমতি অরুণা আসফ আলি, শ্রীভূপেশ গুপ্ত, শ্রী এস এম যোশী, শ্রী বিজয়



এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থে, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

কুমার মালহোত্রা প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই পথসংগ্রহ অভিযানেও বটুকদা রচিত 'প্লাবনের গান' গাওয়া হয়। মোট ২০,০০০ হাজার টাকারও বেশী সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশে মুক্তি আন্দোলনের সময়ও করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ রাজধানীতে সর্বপ্রথম অর্থসংগ্রহ অভিযানে বের হয়। বটুকদা বিশেষ গান রচনা করলেন। সেই গান রাজধানীর সকল প্রান্তে এবং কলকাতাতেও অর্থসংগ্রহের জন্য গাওয়া হয়। সংসদ আয়োজিত এই অর্থ সংগ্রহ অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু, শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, শ্রীগোপালন, শ্রী এস এম যোগী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৯৭১ সালের এই অভিযানে ১৪,০৬৫ টাকা সংগৃহীত হয়।

সংসদের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হ'ল। বটুকদা দেওয়াল পত্রিকার নাম দিলেন 'অজন্তা' এবং এই নামে একটি কবিতাও রচনা করলেন। এই কবিতাটি অজন্তার এই সংখ্যায় পুনরায় প্রকাশ করা হচ্ছে। অজন্তা কিছুদিন পর হতে ছাপার আকারে প্রকাশ করা হয়। অজন্তা বা পূজা পত্রিকায় লেখার জন্য বটুকদার কাছে যাওয়া হতো হয় খুব সকালে বা রাত্রে। অনেকক্ষণ খোশ গল্পের মধ্যে বটুকদা কলমটি নিয়ে অনায়াসে হাসি ঠাট্টার মধ্যে লিখে দিতেন কবিতা, এটা তাঁর মত প্রতিভাধর মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। ইংরেজী ভাষার ওপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল— এটা হয়ত অনেকেরই তেমন জানা নেই।

আপনভোলা এই কবি মানুষটি ছিলেন সদা হাস্যমুখ ও পরিহাসপ্রিয়। ব্যক্তিগত সুখ ও সাফল্যের দিকে কোনো দৃষ্টি ছিল না। প্রকৃতির প্রতি তাঁর স্বাভাবিক টান ছিল খুব বেশী। অনেক সময় চলে গেছেন দূরের বনে জঙ্গলে পাখি দেখতে বা পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বেড়াতে। সংসদের প্রথম পিক্‌নিক্ হয় সোহ্‌নায়। এই পিক্‌নিকে ক্রিকেট খেলায় নেমে ব্যাটিং ও বোলিং-এ অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন বটুকদা ও প্রহ্লাদ দা (শ্রী প্রহ্লাদ রায়)। ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে যাওয়া সম্ভব হতো তাঁর মত মানুষের পক্ষেই।

দিল্লী থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনকালে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের পক্ষ হতে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সম্বর্ধনা সভা সংসদ আয়োজিত বার্ষিক মেলায় অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই বছর হতে গুণীজন সম্বর্ধনা হয় সংসদ মেলার অন্যতম অনুষ্ঠান। বটুকদার সম্বর্ধনা উপলক্ষে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের পক্ষ হতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বটুকদা রচিত কবিতাগুলির একটি সংকলন "যে পথেই যাও" প্রকাশিত হয়।

করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ চিরকাল পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে স্মরণ করবে।



এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।